দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 1 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫ .....

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সমীপে

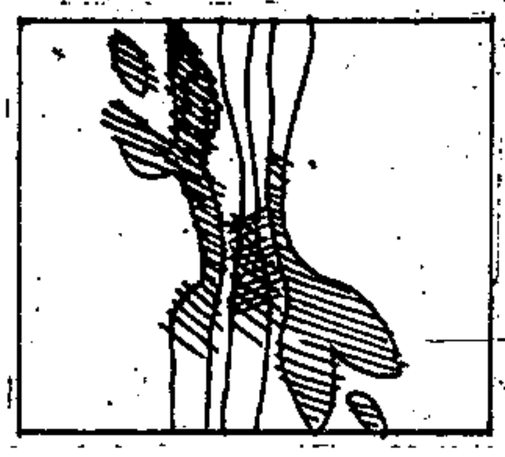

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী আমার কন্যার লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে বাংলা আবশ্যিক সহপাঠ হিসেবে পাঠ্য 'কিশোর পাঠ' বইয়ে চোখ বুলাতে গিয়ে হতবাক হলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প ছুটি ও শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'নতুন দা' ৮ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে পাঠ্য ছিল আর রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' আমরা পড়েছি ৯ম, ১০ম শ্রেণীতে। বর্তমানে লেখা পড়ার মানের উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে তা

নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান যে নিম্নমুখী হয়েছে তা বলা যায় নিঃসন্দেহে। আমার মা নিরক্ষর ও পিতা ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সে যুগে স্কুলের শিক্ষকরাই ছিলেন আমাদের লেখাপড়ার প্রধান অবলম্বন। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও শিক্ষকদের যে মন মানসিকতা তা যদি আমাদের কালে থাকত তা হলে আমি নিশ্চিত যে, আমার লেখাপড়া হতো না। আমার স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র সন্তানদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তাকে চাকরিতে যোগ দিতে দেইনি। স্ত্রী ৬ষ্ঠ, ৪র্থ ও ২য় শ্রেণীতে পাঠরতা কন্যাদের পড়াতে গিয়ে প্রায়ই হিমসিম খান। বিদ্যালয়ে দিনের পড়া দিনে শিখানো হয় না বলেই বাসায় এ অবস্থা হয়। আর্থিক অনটনের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না। তার উপর যদি পাঠ্যসূচি. শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধার কথা চিন্তা না করে প্রণয়ন করা হয় তা হলে আরো কষ্টের কথা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সতর্কতা কামনা করছি।

জয়নাল আবেদীন
১০০, আজিমপুর রোড, ঢাকা।